আমি কিছুই বুঝি না

তানবিরা তালুকদার (স্বাতী)

১০ই অক্টোবরের "প্রথম আলো" ইন্টার নেট সংস্করনে প্রকাশ:- "চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি আবাসিক হলে 'মেয়ে জ্বীনের' আছরে কয়েক জন ছাএ আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হওয়ার পর তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এতে করে হলে জ্বীন আতংকের সৃষ্টি হয়। অবশেষে হলের কয়েকটি কক্ষে তাবিজ বেধে দেওয়া হয় এতে জ্বীনের উৎপাত বন্ধ হয়েছে বলে হলের আবাসিক শিক্ষক জনাব আঃ কাদের সাহেব জানিয়েছেন"।

খবরটা পড়ে আবধি আমার বারবার ঘুরে ফিরে কেবল একটা কথাই মনে পড়ছে- দেশের সর্ব্বো"চ বিদ্যাপিঠও জ্বীনের আছর থেকে মুক্ত নয় (এমতাবস্তায় গ্রামবাংলার অজ-পাড়াগায়ের কথা একবার ভেবে দেখুন)। আর তাজিবই যে এসবের একমাত্র কার্যকরি মহৌষধ তা সত্যায়িত করলেন অত্র বিদ্যালয়েরই একজন দায়ীত্ববান শিক্ষিত লোক। এতে আর পানি পড়া, ধুল পড়া, লাঠিপড়া ও তাবিজ-তুমার ইত্যাদির উপর সন্দেহ থাকার তো কোন কারন দেখ্ছিনা। আল্লার কালাম তথা কোরানের আয়াত ও দোয়া-দরুদে যে কাজ হয় তাতে আর সন্দেহ থাকার কোন কারনই নাই। এই দোয়া আর তাবিজ দিয়ে অনেক কঠিন কাজ অতি সহজে সমাধান করা যাবে বলে আমার বিশ্বাস হচ্ছে। আমাদের সোনার বাংলা কে সত্যিকারের সোনার বাংলায় পরিনত করা ছাড়াও সমস্ত পৃথিবী থেকে অনায়াসে স্রন্ত্রাস নির্মুল করা যাবে বলেও মনে হচ্ছে। কিন্তু আমার মনের এই জোর ছাপিয়ে কিছু প্রশ্ন এসে সব কিছু এলোমেলো করে দিচ্ছে যখন দেখি ঢাকার বায়তুল মোকাররম মসজিদ হতে প্রায় প্রতি শুক্রবারই জুম্মার নামাজ শেষে সমবেত মুসুল্লিরা বিভিন্ন দাবী আদায়ের লক্ষে জংগী মিছিলের আয়োজন করে বাহির হয়। জংগী মিছিলের দরকার কি? এই হাংগামার দরকার আছে কি? তার থেকে অনেক সহজ ও কার্যকরি পন্থা মসজিদে বসে দোয়া পরে চারিদিকে ফু দিতে থাকা। কোন রকমের ঝামেলা ছাড়াই কার্য হাসিল হয়ে যাবে। পুলিশ মসজিদ হতে বাহির হতে দিচ্ছে না, চিন্তা কি- কিছু ধুলাপড়া পুলিশের চোখে ছিটিয়ে দিলেই তো হল। মন্ত্রিরা কাজ/দাবী মানছে না? চিন্তার কোন কারন নাই- একটা তাবিজ দপ্তরের ত্রিসীমানায় কোন এক গোপন স্থানে পুতে দিলেই তো লেঠা চুকে যায়। কিন্তু তারা এই সহজ কাজটি না করে কঠিন কাজটি করে যা"ছ কেন?

আন্তর্জাতিকভাবে এত যুদ্ধবিগ্রহেরই বা দরকার কি, তবে কি আল্লার কালামের উপর বিশ্বাস নেই? এই দোয়া কালাম আর তাবিজের কার্যকারিতায় যেখানে অদৃশ্য জ্বীনও পালাতে বাধ্য হয় সেখানে কাফেরের দল তো কোন ছার। দোয়া-দরুদের মাধ্যমে কাফেরদের গোলা-বারুদ ধ্বংস করা বা ঔগুলির কার্যকারিতা নষ্ট

করে দিলেই তো হল। আর এই লক্ষ লক্ষ গোলাবারুদ নষ্ট করতে যদি অনেক দোয়া আর সময়ের বিষয় হয় তবে চট্রগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই জ্বীন গুলিকে বাধ্য করলেই তো হয় যেন তারা কাফেরদের দলনেতাদের আক্রান্ত করে, যাতে আর তারা (কাফেররা) আমাদের আক্রমন করতে না পারে বা সাহস না পায়। আমার তো মনে হয়- যে তাবিজের ভয়ে জ্বীনেরা হল ছারতে বাধ্য হয়, সেই তাবিজের ভয়ে অবশ্যই তারা (জ্বীনেরা) কাফের- নেতাকেও আক্রমন করতে বাধ্য হবে। । আমি কিছুতেই বুঝিনা এত শক্তিধর দোয়া আর তাবিজ থাকতে কেন আমরা কেবলই কঠিন ও হিংসাত্বক পথ বেছে নিচ্ছি। তবে কি আমরা সত্যিই আমাদের ঈমান হারিয়ে ফেলেছি, নাকি "ঈমান-ঈমান" বলে যে জিকির তুলে মুখে ফেনা তুলছি সেটা আসলেই একটা **ভাওতাবাজি!!!**

নেদারল্যান্ডস
১০ই অক্টোবর, ২০০৪।